NOV. 29 2001

দৈনিক সংবাদ

তারিখ ... ...
পৃষ্ঠা ...৬... কলাম ...৭...

শিক্ষকের সংকট ॥ আসবাবপত্রের অভাব

জগন্নাথপুরে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বিঘ্নিত হচ্ছে

জগন্নাথপুর (সুনামগঞ্জ) থেকে মো. আবদুল হাই ঃ প্রয়োজনীয় শিক্ষক ও আসবাবপত্রের অভাবে জগন্নাথপুর উপজেলায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা মারাত্মকভাবে বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। জানা যায়, দীর্ঘদিন যাবৎ ১শ ১৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ৩০টি প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য এবং ২শ ৪৭টি সরকারি শিক্ষকের মধ্যে ২০টি পদ খালি রয়েছে। ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের লেখাপড়া মারাত্মক বিঘ্নিত হচ্ছে। উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা হরিতোষ দত্ত জানান, স্কুলে কর্মরত সহকারী শিক্ষকের মধ্যে প্রয়োজনীয় শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা না থাকায় তাদের মধ্যে থেকে প্রধান শিক্ষক পদে পদোন্নতি দেয়া সম্ভব হচ্ছে না।

উপজেলার ৫০টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে একজন করে শিক্ষক রয়েছেন। একজন শিক্ষকের পক্ষে শত শত ছাত্র-ছাত্রীর পাঠদান করা মোটেই সম্ভব হচ্ছে না। প্রায় প্রতিটি স্কুলে আসবাবপত্রের তীব্র সংকট রয়েছে। অনেক স্কুলে বসার বেঞ্চ না থাকার ফলে ছাত্রছাত্রীদের মাটিতে বসে ক্লাস করতে দেখা যায়। উপজেলা শিক্ষা অফিস সূত্র জানায়, এ থানায় প্রাইমারি স্কুলে গমন উপযোগী ৩২,৮৫৮ জন শিশু রয়েছে। এদের মধ্যে ৮০৩১জন শিশু স্কুলে যাতায়াত না করায় শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। ফলে এ থানায় বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে।

সাম্প্রতিককালে অত্র উপজেলায় ২৭ জন শিক্ষক নিয়োগের জন্য এক সার্কুলার দেয়া হয়। কিন্তু দেখা গেছে এর মধ্যে সরকারি বিধি মোতাবেক নিয়োগকৃত শিক্ষককে জগন্নাথপুর উপজেলার ক্ষেত্র. বিশেষে সুনামগঞ্জ জেলার অধিবাসী হওয়ার শর্ত সার্কুলারে থাকলেও এ নিয়ম মানা হয়নি। অনুসন্ধানে দেখা গেছে দুর্নীতির মাধ্যমে বহিরাগত লোক চাকরি নিয়ে কিছুদিন পর নিজ জেলায় চলে যায়। ফলে এ উপজেলার শিক্ষকের পদ শূন্য হয়ে পড়ে এবং শিক্ষক সংকট দেখা দেয়।

আলীর পুত্র।

জানা যায়, পাটলী ইউনিয়নের সাচায়ানী গ্রামের সাবেক মেম্বার তেরাব আলীর পুত্র মিঠু মিয়া তার বাড়ির সামনে জগন্নাথপুর-এরালিয়া বাজার সড়কের পাশে একটি ভাড়া করা দোকানে টেইলারিং কাজ করতো। মিঠু মিয়ার পরিবার জানায়, ঘটনার দিন রাত সাড়ে ১২টায় মিঠু দোকানে কাজরত অবস্থায় একই ইউনিয়নের নন্দিরগাঁও গ্রামের আরব আলীর পুত্র আনর মিয়া (২৫) মিঠুকে জরুরি কাজের কথা বলে দোকানের পশ্চিম দিকে প্রায় ২শ গজ দূরে একটি কালভার্টের কাছে নিয়ে যায়। সেখানে পৌছা মাত্রই আনর মিয়ার সহযোগী ৬/৭ জনের একটি সন্ত্রাসী দল তাকে ঘিরে ফেলে এবং রামদা দিয়ে মথায় এবং শরীরের বিভিন্ন স্থানে কোপাতে থাকে। মিঠু মিয়ার চিৎকারে পার্শ্ববর্তী জমির ধান পাহারাদার হৈ চৈ শুরু করলে গ্রামের লোকজন এবং বাড়ির লোকজন ছুটে আসেন। এ সময় সন্ত্রাসীরা রামদা ও বস্তা ফেলে পালিয়ে যায়। মুমূর্ষু অবস্থায় মিঠু মিয়াকে প্রথমে জগন্নাথপুর হাসপাতালে এবং পরে সিলেট ওসমানী মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।